দৈনিক ইনকিলাব

3 0 NOV 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

নারী ও ইসলামী শিক্ষা

যুগে যুগে ঘুণেধরা অবক্ষয়িত সমাজে চরিত্রবান ছেলেমেয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মোদ্যোগের উন্নয়ন অনস্বীকার্য। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে জীবনের শুরুতেই ইসলামী জীবনযাপন, ইসলামী পরিবেশ এবং ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুর শিক্ষা মায়ের কোল থেকেই শুরু হয়। পরিবারের চাল-চলন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথোপকথন সবকিছুই শিশু অনুকরণ করে। এক কথায়, ভবিষ্যৎ মানবীয় আচরণ ও চিন্তাধারা পারিবারিক প্রভাবেই গড়ে উঠে।

পরিবারের অভ্যন্তরে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকাই প্রধান। এ কারণেই শিশু চরিত্রে মায়ের প্রভাব বেশী থাকে। ভূমিষ্ট হয়ে মাকে ছাড়া আর কাউকে আপনজন হিসেবে পায় না। সুতরাং মায়ের প্রভাবে সে বেশী প্রভাবিত হয়। মা শিশুর নিকট বেশী অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়। মা সুচরিতা, সুশিক্ষিতা ও ধর্মপরায়ণা হলে শিশু মাকে অনুসরণ করে মায়ের স্বভাব, বিশ্বাস ও আচরণ অনুযায়ী নিজের চারিত্রিক ভিত্তি নিজেই রচনা করে থাকে। পরিবারে-ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে, আহার্য বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা করতে, শিশুকে চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠার প্রেরণা জোগাতে এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহস্বামীদেরকে অবৈধ রোজগার ও অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে সুচরিতা ও সুশিক্ষিতা মাতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। এ কারণে মহানবী (সঃ) নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই শিক্ষা অপরিহার্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতৃজাতি বিগত ২/৩ দশকের পর হতে মানবীয় গুণাবলী অর্জন ও সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে। লক্ষ্যহীন ও প্রাণহীন প্রগতিবাদের নামে যে শিক্ষা চলছে তাতে চরিত্রহীনতা, বল্গাহীন চলাফেরা ও আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু কালের সর্বাধিক ক্ষতিকর টিভি, ব্লু-ফিল্ম, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে নগ্ন ও অশ্লীল ছায়াছবি এবং অপরাধপ্রবণ নাচ, গান, নাট্যাভিনয় মাতৃচরিত্রকে বিষিয়ে তুলেছে। এহেন নর-নারী ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে অবস্থান করছে এবং নিজ সন্তানদের বিজাতীয় অপসংস্কৃতি ও আচার-আচরণে গড়ে তুলছে। তারা এবং তাদের সন্তানেরা বস্তুবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত নানান তন্ত্রমন্ত্রের শিকার হচ্ছে।

তাই, জাতিকে নৈতিকতার রসাতল থেকে উদ্ধার করতে সূচনাতেই শিশু ছেলেমেয়েদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা নিতান্তই প্রয়োজন। তারাই, পরবর্তী জীবনে পিতা-মাতার আসনে আসীন হয়ে আপন শিশু সন্তানদের ইসলামে অনুপ্রাণিত করে তুলতে প্রয়াসী হবে। কিন্তু এদেশে পুরুষদের জন্য সাধারণ শিক্ষাসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও নারীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই। ফলে, পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে, শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনে, পবিত্র পারিবারিক জীবনযাপনে, নৈতিক অবক্ষয় রোধে এমনকি গৃহস্বামীদেরকে অবৈধ রোজগার ও অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে ধর্মীয় শিক্ষায় বিদুষী মহিলা যে অবদান রাখতে পারত তা থেকে আমাদের সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। পরিণতিতে আমরা নৈতিক অবক্ষয়জনিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে এক অনিশ্চিত ও অশান্তিময় ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হচ্ছি। উপরন্তু, ইসলামী আকিদায় বিশ্বাসী ও চরিত্রবান যুবকদের পক্ষে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুচরিতা সহধর্মিনী লাভ বিরল হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায়, এবতেদায়ী ও স্বতন্ত্র মহিলা এবতেদায়ী মাদ্রাসা স্থাপনপূর্বক এ অবক্ষয়জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আদর্শবাদী ইসলামী সমাজ গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

—মোঃ আবদুস সাত্তার